নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

আবাসিক হলে রুম দখলের পাঁয়তারা রাবি ছাত্রলীগের

প্রকাশ | ১৩ মার্চ ২০১৮, ০০:০০

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শহীদ হবিবুর রহমান হলের বিভিন্ন ব্লকে রুম দখলের পাঁয়তারা করছেন ওই হল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। গত পাঁচ-ছয় দিন ধরে তারা রুম দখলের জন্য গভীর রাতে হলের বিভিন্ন ব্লকে গিয়ে নতুন ছাত্রদের বের করে দিয়ে দলীয় কর্মীদের ওঠাচ্ছেন বলে একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত বছর ডিসেম্বর মাসে শহীদ হবিবুর রহমান হলের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের সমাপনীর সময় ওই হল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সমাপনীর সব শিক্ষার্থীর নামের লিস্ট নেন। সেই লিস্ট ধরে তারা হলের বিভিন্ন ব্লকে গিয়ে নতুন ওঠা শিক্ষার্থীদের বের করে দিয়ে তাদের দলীয় কর্মীদের হলে ওঠাচ্ছেন।

হলের বেশ কয়েকজন আবাসিক শিক্ষার্থী জানান, ওই হলে প্রতিদিন রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে রাবি ছাত্রলীগের আইন অনুষদের সাধারণ সম্পাদক মিনহাজুল ইসলামের নেতৃত্বে আট-দশজন গিয়ে নতুন শিক্ষার্থীকে হল থেকে বের হয়ে যেতে চাপ দিচ্ছেন। প্রথম দিনে তাদের নানাভাবে হয়রানিমূলক কথাবার্তা বলে একদিনের সময় বেঁধে দেন তারা। একদিনের মধ্যেই ওই রুমের নতুন শিক্ষার্থী ভয়ে হল থেকে চলে যান। এ সুযোগে সেখানে ছাত্রলীগের দলীয় কর্মীকে উঠিয়ে দেন তারা। ছাত্রলীগের ওই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওই হলের দায়িত্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক মোস্তাকিম পাভেল।

বিষয়টি অনুসন্ধান করতে গেলে গত মঙ্গলবার ৬ মার্চ এ প্রতিবেদককে তাদের কয়েকজন হুমকি দিয়ে বলেন, ‘আপনি কেন আমাদের নিষেধ করবেন? আমরা ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগদের কাজ এটা। যারা রুমে অস্থায়ীভাবে উঠছে তাদের আমরা বের করে দিয়ে আমাদের কর্মীদের উঠাব।’

আবাসিক সুবিধা পেলেও সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগের ভয়েই আর হলে উঠতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। যাদের ছাত্রলীগ হলে উঠাচ্ছে, তাদেরও হলে থাকার কোনো অনুমোদন নেই।

জানা গেছে, ইতোমধ্যে ছাত্রলীগ হলের তৃতীয় ব্লকের ১৫৩ ও ১৫৪ নম্বর কক্ষ, দ্বিতীয় ব্লকের ১৩০ ও ৪৩৪ নম্বর কক্ষের শিক্ষার্থীদের বের করে দিয়ে দলীয় শিক্ষার্থীদের উঠিয়েছে। অবশ্য এক সাংবাদিকের আশ্বাসে হলের দ্বিতীয় ব্লকের ১৩০নং কক্ষের শ্রী কারমা তিগ্যা নামে ফার্মেসি বিভাগের এক শিক্ষার্থী হলে অবস্থান করছে। এর আগেও তিগ্যাকে বিভিন্নভাবে হয়রানি এবং হুমকিমূলক কথাবার্তা বলে বের হয়ে যেতে বলেছিলেন ছাত্রলীগের নেতারা।

হল থেকে বের করে দেওয়া দ্বিতীয় ব্লকের ৪৩৪ নম্বর কক্ষের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শাহীন আলম বলেন, ‘আমার এক বড় ভাই আমাকে হলে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার পরই ছাত্রলীগের কয়েকজন এসে আমাকে বের হয়ে যেতে বলে। আমাকে সময় বেঁধে দিয়ে বিভিন্ন হুমকি দেন তারা। আমি ভয়েই পরের দিন হল থেকে বের হয়ে এসেছি।’

হল ছাত্রলীগের দাবি, আবাসিক সুবিধার অনুমোদন ছাড়া কেউ হলে উঠলে আমরা তাদের বের করে দিয়ে হলে আমাদের কর্মীদের উঠাব।

হলের আবাসিক শিক্ষার্থী মাস্টার্সের এক ছাত্র বলেন, হল ছাড়ার সময় সিনিয়ররা ছোট ভাইদের (যারা ওই হলের আবাসিক, তবে সিট হয়নি) হলে তুলতেই পারে। ছাত্রলীগ ক্ষমতা দেখিয়ে তাদের বের করে দেওয়ার অধিকার রাখে না।

হবিবুর রহমান হলের দায়িত্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাকিম পাভেল বলেন, ‘আমরা আগে থেকে মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের বলেছিলাম, তারা চলে গেলে যেন আমাদের বলে যায়; কিন্তু তারা তা না করে বরং তাদের ছোট ভাইদের উঠিয়ে দিয়েছে। তবে আমরা কাউকে হল থেকে বের করে দিইনি।’

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম কিবরিয়া বলেন, ‘কে এ ধরনের কাজ করছে আমি জানি না। তবে শিক্ষার্থীদের বের করে দিয়ে যদি কোনো ছাত্রলীগকর্মী হলে উঠায়, তা হলে তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’

ছাত্রলীগ এ রকম কোনো কাজ করতে পারবে কিনা, জানতে চাইলে শহীদ হবিবুর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবদুর রহমান বলেন, হলে আবাসিকতার ফলাফল দেওয়ার পর রেট দিয়ে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়া হবে। ছাত্রলীগের কেউ অনাবাসিক শিক্ষার্থী হলে তাদেরও বের করে দেওয়া হবে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৮৮৭৮২১৩-১৮ ফ্যাক্স: ৮৮৭৮২২১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@ dainikamadershomoy.com, editor@ dainikamadershomoy.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৭ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি